সংস্কৃত



ষষ্ঠ শ্রেণি





জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ





"যে জাতি স্বাধীনতাকে ভালোবাসে
সে জাতিকে বন্দুক-কামান দিয়ে দাবায়ে রাখা যায় না।"
-বঙ্গবন্ধু

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষ
থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

সংস্কৃত

ষষ্ঠ শ্রেণি

রচনা

ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল
ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য
নিরঞ্জন অধিকারী

সম্পাদনা

ড. মাধবী চন্দ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম মুদ্রণ : এপ্রিল, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
সংশোধিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২০

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স" গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

সংস্কৃত বিষয়ে শ্রেণিভিত্তিক যে-শিখনফলসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে শিক্ষার্থীরা সেগুলো যেন সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি ও অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীর হাতে সময়মতো পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল তারা উপকৃত হবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্রম্

प्रथमः भागः

प्रथमः पाठः

वर्णपरिचयः

বর্ণপরিচয়ঃ

स्वरवर्णाः স্বরবর্ণাঃ

अ	आ	इ	ई
অ	আ	ই	ঈ
उ	ऊ	ऋ	ॠ
উ	ঊ	ঋ	ৠ

ऌ

ঌ

ए	ऐ	ओ	औ
এ	ঐ	ও	ঔ

व्यञ्जनवर्णाः

क	ख	ग	घ	ङ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
च	छ	ज	झ	ञ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ट	ठ	ड	ढ	ण
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
त	थ	द	ध	न
ত	থ	দ	ধ	ন
प	फ	ब	भ	म
প	ফ	ব	ভ	ম
य	र	ल	व	श
য	র	ল	ব	শ
ष	स	ह	ं	ः	ँ
ষ	স	হ	ং	ঃ	ঁ

मात्रारूपाणि

মাত্রার আকৃতি

ा ि ी ु ू ृ ॄ े ै ो ौ

া ি ী ু ূ ৃ ৄ ে ৈ ো ৌ

स्वरवर्णयोगः

স্বরবর্ণযোগ ঃ

क् + अ = क　　क् + आ = का

ক্ + অ = ক　　ক্ + আ = কা

क् + इ = कि　　क् + ई = की

ক্ + ই = কি　　ক্ + ঈ = কী

क् + उ = कु　　क् + ऊ = कू

ক্ + উ = কু　　ক্ + উ = কূ

क् + ऋ = कृ　　क् + ॠ = कॄ

ক্ + ঋ = কৃ　　ক্ + ঋৃ = কৄ

क् + ए = के　　क् + ऐ = कै

ক্ + এ = কে　　ক্ + ঐ = কৈ

২০২১

क् + ओ = को   क् + औ = कौ

ক্ + ও = কো   ক্ + ঔ = কৌ

क + ं = कं   क + ः = कः

ক + ং = কং   ক + ঃ = কঃ

र् + उ = रु   र् + ऊ = रू

র্ + উ = রু   র্ + ঊ = রূ

ह् + उ = हु   ह् ऊ = हू

হ্ + উ = হু   হ্ + ঊ = হূ

संयुक्तवर्णाः   সংযুক্ত বর্ণসমূহ

य-योगः

য-যোগ ঃ

क्य ख्य ग्य घ्य च्य छ्य ज्य

ক্য খ্য গ্য ঘ্য চ্য ছ্য জ্য

ट्य ठ्य ड्य ढ्य ण्य त्य थ्य

ট্য ঠ্য ড্য ঢ্য ণ্য ত্য থ্য

র-যোগঃ

ক্র খ্র গ্র ঘ্র চ্র ছ্র জ্র ঝ্র

ত্র থ্র দ্র ধ্র প্র ফ্র ব্র ম্র

ল-যোগঃ

ক্ল গ্ল প্ল ম্ল ল্ল শ্ল স্ল হ্ল

ব-যোগঃ

ক্ব গ্ব ঘ্ব চ্ব জ্ব ট্ব ণ্ব ধ্ব

ণ-যোগঃ

ণ্ণ ষ্ণ হ্ণ

ন-যোগঃ

ক্ন গ্ন ঘ্ন ত্ন ধ্ন ন্ন হ্ন

২০২১

म-योगः

ম-যোগঃ

क्म ग्म ङ्म ण्म न्म द्म ध्म

ক্ম গ্ম ঙ্ম ণ্ম ত্ম দ্ম ধ্ম

र्-योगः

রেফ-যোগঃ

र्क र्ख र्ग र्घ र्च र्ज र्झ

র্ক র্খ র্গ র্ঘ র্চ র্জ র্ঝ

र्ण र्त र्थ र्ध र्न र्प र्व

র্ণ র্ত র্থ র্ধ র্ন র্প র্ব

ं-योगः

ং-যোগঃ

कं गं मं शं सं हं

কং গং মং শং সং হং

ः-योगः

ঃ-যোগঃ

कः गः शः सः मः हः

কঃ গঃ শঃ সঃ মঃ হঃ

मिश्रसंयोगः (মিশ্রসংযোগঃ)

দুই বর্ণের-

क्क क्त क्ष ग्द ग्ध ङ्क ङ्ग ङ्घ

ক্ক ক্ত ক্ষ গ্দ গ্ধ ঙ্ক ঙ্গ ঙ্ঘ

চ্চ চ্ছ ঞ্চ জ্জ জ্ঝ জ্ঞ শ্চ ঞ্ছ

ট্ট ড্গ ণ্ঠ ণ্ড ণ্ট ত্ত ত্থ

তিন বর্ণের -

ক্ত্র ক্ত্য ক্ষ্ণ ক্ষ্ম ক্ষ্য ক্ষ্ব গ্ধ্ব

ঙ্ক্য ঙ্গ্য চ্ছ্র চ্ছ্ব জ্জ্ব ত্ত্ব

সংখ্যা -

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০

অনুশীলনী

১। বাংলা প্রতিবর্ণীকরণসহ দেবনাগরী স্বরবর্ণ লেখ।

২। দেবনাগরী লিপিতে ব্যঞ্জনবর্ণ লেখ।

৩। নিচের দেবনাগরী বর্ণগুলো বাংলা বর্ণে লেখ ঃ-

म झ ह घ भ श्र र

৪। নিচের বাংলা বর্ণগুলো দেবনাগরী লিপিতে লেখ ঃ-

ঈ ঋ ঐ ঝ ণ ত ষ

৫। দেবনাগরী লিপিতে লেখ ঃ-

গ্র ক্র ফ্র হ্ল গ্ব দ্য দ্ম

৬। সঠিক বর্ণ/সংখ্যাটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও ঃ-

ক্য = क्म क्त क्य क्न

ষ্ঠ = ध्म ह्र ष्ण ह्वं

গ্ধ = पण ध्व ह्म ग्ध

১৬ = १७ १५ १९ १६

দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ

বিশেষ্যপদপ্রয়োগঃ

(ক) পুংলিঙ্গ-বিশেষ্যপদানি

একবচনম্	**দ্বিবচনম্**	**বহুবচনম্**	**একবচনম্**	**দ্বিবচনম্**	**বহুবচনম্**
ছাত্রঃ	ছাত্রৌ	ছাত্রাঃ	সাধুঃ	সাধূ	সাধবঃ
খগঃ	খগৌ	খগাঃ	গুরুঃ	গুরূ	গুরবঃ
কবিঃ	কবী	কবয়ঃ	ভ্রাতা	ভ্রাতরৌ	ভ্রাতরঃ
মুনিঃ	মুনী	মুনয়ঃ			

(খ) স্ত্রীলিঙ্গ-বিশেষ্যপদানি

একবচনম্	**দ্বিবচনম্**	**বহুবচনম্**	**একবচনম্**	**দ্বিবচনম্**	**বহুবচনম্**
লতা	লতে	লতাঃ	ধেনুঃ	ধেনূ	ধেনবঃ
নদী	নদ্যৌ	নদ্যঃ	মাতা	মাতরৌ	মাতরঃ
দেবী	দেব্যৌ	দেব্যঃ			

(গ) ক্লীবলিঙ্গ-বিশেষ্যপদানি

একবচনম্	**দ্বিবচনম্**	**বহুবচনম্**	**একবচনম্**	**দ্বিবচনম্**	**বহুবচনম্**
ফলম্	ফলে	ফলানি	কমলম্	কমলে	কমলানি
বনম্	বনে	বনানি	নয়নম্	নয়নে	নয়নানি
পত্রম্	পত্রে	পত্রাণি			

দ্রষ্টব্য ঃ কোন কিছুর নামকে বিশেষ্যপদ বলা হয়। যেমন- বালকঃ, শিক্ষকঃ, বালিকা, লতা, জলম্, ফলম্ ইত্যাদি।

সংস্কৃত ভাষায় বচন তিন প্রকার—একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন।

একবচন ঃ একটি মাত্র সংখ্যা বোঝালে হয় একবচন। যেমন- বালকঃ, চন্দ্রঃ, ফলম্, পুষ্পম্, বালিকা, নদী ইত্যাদি।

দ্বিবচন ঃ দুটি সংখ্যা বোঝালে হয় দ্বিবচন। যেমন- বালকৌ, চন্দ্রৌ, ফলে, পুষ্পে ইত্যাদি।

বহুবচন ঃ দুয়ের অধিক সংখ্যা বোঝালে বহুবচন হয়। যেমন- বালিকাঃ, ফলানি, পুষ্পাণি, মাতরঃ ইত্যাদি।

শব্দার্থ ঃ ছাত্রৌ- দুজন ছাত্র, কবয়ঃ- কবিগণ, গুরবঃ- গুরুগণ, নদ্যঃ- নদীগুলো, কমলে-দুটি পদ্ম, পত্রে-দুটি পাতা, নয়নানি- চোখগুলো।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত পদগুলোর বাংলা অর্থ কর ঃ-
ছাত্রাঃ, খগৌ, মুনী, গুরবঃ, ভ্রাতরঃ, লতাঃ।

২। নিচের পদগুলোর বচন নির্ণয় কর ঃ-
ছাত্রৌ, খগাঃ, সাধূ, ভ্রাতরঃ, দেব্যৌ, নদ্যঃ।

৩। নিচের পদগুলোর লিঙ্গ নির্ণয় কর ঃ-
লতা, বনম্, ছাত্রঃ, দেবী, পত্রম্, ভ্রাতা।

৪। দেবনাগরী অক্ষরে লেখ ঃ-
ছাত্রাঃ, মুনয়ঃ, গুরুঃ, ভ্রাতরঃ, দেব্যঃ, পত্রাণি।

৫। নিচের পদগুলোর বাংলা অর্থ বল ঃ-
ধেনবঃ, সাধুঃ, কবয়ঃ, ভ্রাতরৌ, নদ্যৌ, কমলে, ফলম্।

৬। সংস্কৃত ভাষায় বচন কয় প্রকার ও কি কি?

৭। বামপাশে সংস্কৃত পদ ও ডান পাশে সেগুলোর বাংলা অর্থ এলোমেলো ভাবে দেয়া আছে। সংস্কৃত পদগুলোর পাশে বাংলা অর্থ সাজিয়ে লেখ।

সাধূ	দুটি নদী
ছাত্রঃ	বীণাগুলি
নদ্যৌ	একটি বন
বীণাঃ	দুইজন সাধু
বনম্	একজন ছাত্র

৮। সঠিক উত্তরটি লেখঃ

(ক) একজন ছাত্র —
(i) ছাত্রৌ (ii) ছাত্রান্
(iii) ছাত্রঃ (iv) ছাত্রাঃ

(খ) দুইজন সাধু —
(i) সাধবঃ (ii) সাধূ
(iii) সাধুঃ (iv) সাধুম্

(গ) নদীগুলি —
(i) নদী (ii) নদ্যৌ
(iii) নদীম্ (iv) নদ্যঃ

(ঘ) দুটি চোখ —
(i) নয়নম্ (ii) নয়নে
(iii) নয়নানি (iv) নয়নেন

তৃতীয়ঃ পাঠঃ

বিশেষণপদপ্রয়োগঃ

বিনীতঃ ছাত্রঃ। বিনীতৌ ছাত্রৌ। বিনীতাঃ ছাত্রাঃ।

শ্বেতঃ হংসঃ। শ্বেতৌ হংসৌ। শ্বেতাঃ হংসাঃ।
ধূর্তঃ শৃগালঃ। ধূর্তৌ শৃগালৌ। ধূর্তাঃ শৃগালাঃ।
চঞ্চলঃ শিশুঃ। চঞ্চলৌ শিশূ। চঞ্চলাঃ শিশবঃ।

সুশীলা বালিকা। সুশীলে বালিকে। সুশীলাঃ বালিকাঃ।
মধুরা ভাষা। মধুরে ভাষে। মধুরাঃ ভাষাঃ।

শুষ্কা লতা। শুষ্কে লতে। শুষ্কাঃ লতাঃ।
পরমম্ মিত্রম্। পরমে মিত্রে। পরমাণিমিত্রাণি।

উজ্জ্বলম্ নক্ষত্রম্। উজ্জ্বলে নক্ষত্রে। উজ্জ্বলানি নক্ষত্রাণি।

জীর্ণম্ বস্ত্রম্। জীর্ণে বস্ত্রে। জীর্ণানি বস্ত্রাণি।

রক্তম্ কমলম্। রক্তে কমলে। রক্তানি কমলানি।

একঃ বৃক্ষঃ। দ্বৌ বৃক্ষৌ। ত্রয়ঃ বৃক্ষাঃ। একম্ ফলম্। দ্বে ফলে। ত্রীণি ফলানি।
একা কন্যা। দ্বে কন্যে। তিস্রঃ কন্যাঃ। পঞ্চ বাণাঃ। ষট্ ঋতবঃ। অষ্টৌ বসবঃ। নব গ্রহাঃ।

শতম্ ফলানি। দশ দিশঃ। বিংশতিঃ পুরুষাঃ।

বি.দ্র. সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ্যের যে লিঙ্গ, যে বিভক্তি ও যে বচন হয়, নাম বিশেষণেরও সেই লিঙ্গ ও সেই বচন হয়। এ বিষয়ে নিচের শোকটি মনে রাখা প্রয়োজন ঃ

"বিশেষ্যস্য হি যলিঙ্গং বিভক্তিবচনে চ যে। তানি সর্বাণি যোজ্যানি বিশেষণপদেষ্বপি ॥"
শব্দার্থঃ শ্বেতঃ-সাদা, সুশীলা-সচ্চরিত্রা। ভাষাঃ-ভাষাগুলো। মিত্রম্-বন্ধু। রক্তম্-লাল। তিস্রঃ-তিন (স্ত্রীলিঙ্গ)।

নব-নয়। বিংশতিঃ-বিশ।

অনুশীলনী

১। বাংলায় অনুবাদ কর ঃ-

শ্বেতাঃ হংসাঃ। চঞ্চলৌ শিশূঃ। মধুরাঃ ভাষাঃ।

পরমে মিত্রে। ত্রয়ঃ বৃক্ষাঃ। তিস্রঃ কন্যাঃ।

পঞ্চ বাণাঃ। বিংশতিঃ পুরুষাঃ।

২। সংস্কৃতে অনুবাদ কর ঃ-

দুজন বিনীত ছাত্র। দুটি শুকনো লতা। একটি ছেঁড়া কাপড়। ছয় ঋতু। নয়টি গ্রহ। দশ দিক

৩। পাঁচটি বিশেষণ পদের বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

৪। নাম বিশেষণের ব্যবহারবিষয়ে শোকটি মুখস্থ লেখ।

৫। নিচের পদগুলোর মধ্যে কোনটি বিশেষ্য ও কোনটি বিশেষণ বল ঃ

শ্বেতঃ, শিশবঃ, বালিকাঃ, মধুরে, জীর্ণম্, বৃক্ষঃ, রক্তানি, বীণাঃ, দশ।

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ-

(ক) ----------------- শৃগালঃ।
(খ) ----------------- বালিকাঃ।
(গ) ----------------- কমলানি।
(ঘ) ----------------- ঋতবঃ।
(ঙ) ----------------- ফলানি।
(চ) ----------------- পুরুষাঃ।

৭। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ

(ক) বিনীতঃ ছাত্রঃ- এর অর্থ –

(i) দুজন বিনীত ছাত্র (ii) তিনজন বিনীত ছাত্র
(iii) একজন বিনীত ছাত্র (iv) পাঁচজন বিনীত ছাত্র

(খ) শ্বেতাঃ হংসাঃ- এর অর্থ –

(i) সাদা হাঁসগুলো (ii) দুটি সাদা হাঁস
(iii) একটি সাদা হাঁস (iv) তিনটি সাদা হাঁস

(গ) কোনটি শুদ্ধ বল –

(i) চঞ্চলঃ শিশুঃ (ii) চঞ্চলেঃ শিশু
(iii) চঞ্চলাঃ শিশু (iv) চঞ্চলঃ শিশবঃ

(ঘ) একশ ফল—এর সংস্কৃত অনুবাদ –

(i) শতং ফলাঃ (ii) শতানি ফলম্
(iii) শতং ফলানি (iv) শতৈঃ ফলৈঃ

(ঙ) পাঁচটি বাণ- এর সংস্কৃত অনুবাদ –

(i) পঞ্চা বাণাঃ (ii) পঞ্চ বাণাঃ
(iii) পঞ্চাঃ বাণা (iv) পঞ্চম্ বাণাঃ

চতুর্থঃ পাঠঃ

সর্বনামপদপ্রয়োগঃ

অহম্ পঠামি। আবাম্ পঠাবঃ। বয়ম্ পঠামঃ। ত্বম্ পঠসি। যুবাম্ পঠথঃ। যূয়ম্ পঠথ। সঃ পঠতি। তৌ পঠতঃ। তে পঠন্তি। মম গৃহম্। অস্মাকম্ বিদ্যালয়ঃ। যুষ্মাকম্ গৃহেষু। তস্য পুত্রাঃ। তেষাম্ পুস্তকানি। অয়ম্ আশ্রমঃ। ইদম্ নগরম্। ইয়ম্ বালিকা। এতানি পুষ্পণি। এতৎ পুষ্পম্। এষঃ দীপঃ। কস্য আলয়ঃ। জননী সর্বেষাম্ পূজনীয়া।

শব্দার্থ ঃ মম-আমার। আস্মাকম্-আমাদের। তস্য- তার। অয়ম্-এই। কস্য-কার। এষঃ-এই। সর্বেষাম্-সকলের।

[মম, অস্মাকম্, তস্য, অয়ম্, কস্য, এষঃ, সর্বেষাম্ প্রভৃতি সর্বনাম পদ।]

অনুশীলনী

১। বাংলায় অনুবাদ কর ঃ-

(ক) বয়ম্ পঠামঃ। (খ) তৌ পঠতঃ। (গ) অস্মাকম্ বিদ্যালয়ঃ। (ঘ) যুষ্মাকম্ গৃহেষু। (ঙ) ইয়ম্ বালিকা। (চ) এষঃ দীপঃ। (ছ) জননী সর্বেষাম্ পূজনীয়া।

২। সংস্কৃতে অনুবাদ কর ঃ-

(ক) আমি পড়ি। (খ) আমাদের বিদ্যালয়। (গ) তাঁর পুত্রগণ। (ঘ) তাদের বইগুলো। (ঙ) কার বাড়ি।

৩। পাঁচটি সর্বনাম পদের সাহায্যে বাক্য রচনা কর।

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-

(ক) আবাম্ পঠাবঃ—বাক্যের অর্থ কি?

(খ) ‘অস্মাকম্’ পদের অর্থ কি?

(গ) এটি নগর—এই বাক্যের সংস্কৃতানুবাদ কি?

(ঘ) ‘সর্বেষাম্’ কোন পদ?

(ঙ) ‘তেষাম্’ কোন পদ?

(চ) এতৎ পুষ্পম্—বাক্যের অর্থ কি?

(ছ) কার বাড়ি—সংস্কৃতানুবাদ কি?

৫। নিচের বাক্যপগুলোর অন্তর্গত সর্বনাম পদসমূহের নিচে দাগ দাও ঃ-

(ক) যুবাম্ পঠথঃ। (খ) যুষ্মাকম্ গৃহেষু। (গ) এতৎ পুষ্পম্। (ঘ) এতানি পুষ্পণি (ঙ) এষঃ দীপঃ।

৬। **শূন্যস্থান পূরন কর ঃ-**

(ক) ....পঠসি। (খ)...........................পঠতঃ। (গ).......................বিদ্যালয়ঃ।

(ঘ).....................বালিকা। (ঙ)..................আলয়ঃ।

৭। **সঠিক উত্তরটি লেখ ঃ-**

(ক) 'অহম্' একটি-

(i) ক্রিয়াপদ (ii) সর্বনাম পদ

(iii) বিশেষ্য পদ (iv) অব্যয় পদ

(খ) 'কস্য' পদের অর্থ-

(i) কাদের (ii) কাকে

(iii) কার (iv) কারা

(গ) 'তে পঠন্তি' বাক্যের অর্থ-

(i) আমি পড়ি (ii) তুমি পড়

(iii) সে পড়ে (iv) তারা পড়ে

(ঘ) 'যূয়ম্ পঠথ' বাক্যের অর্থ-

(i) তোমরা পড় (ii) তোমরা দুজন পড়

(iii) তুমি পড় (iv) আমি পড়ি

(ঙ) 'সর্বেষাম্' পদের অর্থ-

(i) তোমার (ii) সকলের

(iii) আমাদের (iv) তোমাদের

পঞ্চমঃ পাঠঃ

অব্যয়পদপ্রয়োগঃ

ভবান্ অত্র আগচ্ছতু। ত্বম্ এব মাতা। কদাপি মিথ্যা মা বদ। সদা সত্যং বদেৎ। তত্র একঃ মুনিঃ বসতি। মা দিবা নিদ্রাম্ গচ্ছ। নমঃ শ্রীগুরবে। গ্রামম্ নিকষা নদী। সঃ গৃহাৎ বহিঃ গচ্ছতি। প্রাতঃ ভ্রমণম্ কুরু। দুঃখম্ বিনা সুখম্ ন ভবতি। শনৈঃ বহতি বায়ুঃ। পিতা পুত্রেণ সহ গচ্ছতি। কুত্র তে গৃহম্? গ্রামম্ অভিতঃ নদী। বৃক্ষস্য অধঃ সাধুঃ তিষ্ঠতি। ধিক্ দুশ্চরিত্রম্।

শব্দার্থ ঃ কদাপি - কখনো। মা - না। নিকষা - নিকটে। বহিঃ - বাইরে। কুত্র - কোথায়।

[কদাপি, মা, নিকষা, বহিঃ, কুত্র প্রভৃতি অব্যয় পদ।]

বি:দ্র: সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্বাসু চ বিভক্তিষু। বচনেষু চ সর্বেষু যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্ ।। যে পদের লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন হয় না তা অব্যয়।

অনুশীলনী

১। **বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর ঃ-**

(ক) কদাপি মিথ্যা মা বদ। (খ) মা দিবা নিদ্রাম্ গচ্ছ। (গ) গ্রামম্ নিকষা নদী। (ঘ) দুঃখম্ বিনা সুখম্ ন ভবতি। (ঙ) পিতা পুত্রেণ সহ গচ্ছতি। (চ) সঃ গৃহাৎ বহিঃ গচ্ছতি।

২। **সংস্কৃতে অনুবাদ কর ঃ-**

(ক) আপনি এখানে আসুন। (খ) সবসময় সত্য কথা বলা উচিত। (গ) শ্রীগুরুকে নমস্কার। (ঘ) সকালে ভ্রমণ করবে। (ঙ) দুশ্চরিত্রকে ধিক্।

৩। পাঁচটি অব্যয় পদ দিয়ে পাঁচটি বাক্য রচনা কর।

৪। অব্যয় পদের বৈশিষ্ট্য কি?

৫। নিচের বাক্যগুলো থেকে অব্যয়পদ খুঁজে বের কর ঃ-

(ক) ত্বম্ এব মাতা। (খ) তত্র একঃ মুনিঃ বসতি। (গ) গ্রামম্ নিকষা নদী। (ঘ) শনৈঃ বহতি বায়ুঃ।

(ঙ) বৃক্ষস্য অধঃ সাধুঃ তিষ্ঠতি।

৬। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ-**

(ক) ....মিথ্যা মা বদ। (খ) গ্রামম্................নদী। (গ).................তে গৃহম্?

(ঘ) পিতা পুত্রেণ....................গচ্ছতি। (ঙ) বৃক্ষস্য................সাধুঃ তিষ্ঠতি।

৭। **সঠিক উত্তরটি লেখ ঃ-**

(ক) 'ভবান্' শব্দের অর্থ -

(i) তুমি (ii) আপনি

(iii) আমরা (iv) তারা

(খ) 'কদাপি' পদের অর্থ-

(i) কখনো না (ii) কখনো

(iii) সর্বদা (iv) মাঝে মাঝে

(গ) 'শনৈঃ' একটি-

(i) সর্বনাম পদ (ii) বিশেষ্য পদ

(iii) অব্যয় পদ (iv) ক্রিয়া পদ

(ঘ) 'নিকষা' একটি-

(i) বিশেষ্যপদ (ii) সর্বনামপদ

(iii) বিশেষণপদ (iv) অব্যয়পদ

(ঙ) কুত্র তে গৃহম্? -বাক্যের অর্থ-

(i) তোমার বাড়ি কোথায়? (ii) তোমাদের বাড়ি কোথায়?

(iii) তাদের বাড়ি কোথায়? (iv) ওদের বাড়ি কোথায়?

ষষ্ঠঃ পাঠঃ

কারকবিভক্তিপ্রয়োগঃ

(ক) কর্তৃকারক ও প্রথমা বিভক্তি

নরঃ গচ্ছতি। বালকঃ পঠতি। বালিকা লিখতি। তৌ হসতঃ। ছাত্রৌ গচ্ছতঃ। নরাঃ খাদন্তি। ধেনবঃ বিচরন্তি।

(খ) কর্মকারক ও দ্বিতীয়া বিভক্তি

অহম্ জলম্ পিবামি। ছাত্রঃ পুস্তকম্ পঠতি। অশ্বঃ দ্রুতম্ ধাবতি। ধিক্ মাম্ ভাগ্যহীনম্।

(গ) করণকারক ও তৃতীয়া বিভক্তি

অহম্ হস্তেন কার্যম্ করোমি। সঃ কুঠারেণ বৃক্ষম্ ছিনত্তি। সঃ বিদ্যয়া হীনঃ। বিবাদেন অলম্।

(ঘ) সম্প্রদানকারক ও চতুর্থী বিভক্তি

মাতা ভিক্ষুকায় ভিক্ষাং দদাতি। ক্ষুধার্তায় অন্নম্ দেহি। জ্ঞানায় অধ্যয়নম্। নমঃ শিবায়।

(ঙ) অপাদানকারক ও পঞ্চমী বিভক্তি

বৃক্ষাৎ পত্রাণি পতন্তি। মেঘাৎ বৃষ্টিঃ ভবতি। ভয়াৎ রক্ষ মাম্। বিপদঃ ত্রায়স্ব মাম্।

(চ) সম্বন্ধ পদ ও ষষ্ঠী বিভক্তি

মম জননী স্নেহময়ী। অয়ম্ অস্মাকম্ বিদ্যালয়ঃ। তস্য গৃহে শান্তিঃ নাস্তি। ইদং মুনেঃ তপোবনম্।

(ছ) অধিকরণকারক ও সপ্তমী বিভক্তি

তিলেষু তৈলম্ অস্তি। জলে মৎস্যাঃ নিবসন্তি। সঃ সঙ্গীতে নিপুণঃ। বসন্তে কোকিলঃ কূজতি।

শব্দার্থ ঃ বিচরন্তি-বিচরণ করছে। দ্রুতম্-শীঘ্র। ভাগ্যহীনম্-মন্দভাগ্যকে। কুঠারেণ-কুঠারের দ্বারা। জ্ঞানায়-জ্ঞানের জন্য। বিপদঃ-বিপদ থেকে। পরিত্রায়স্ব-পরিত্রাণ কর। তিলেষু-তিলে। কূজতি-শব্দ করে।

অনুশীলনী

১। বাংলা ভাষায় অর্থ লেখ ঃ-

(ক) ধেনবঃ বিচরন্তি। (খ) অহম্ জলম্ পিবামি। (গ) সঃ কুঠারেণ বৃক্ষম্ ছিনত্তি। (ঘ) বিপদঃ ত্রায়স্ব মাম্। (ঙ) তিলেষু তৈলম্ অস্তি।

২। সংস্কৃতে অনুবাদ কর ঃ-

(ক) বালিকাটি লিখছে। (খ) ছাত্রটি বই পড়ছে। (গ) বিবাদের প্রয়োজন নেই। (ঘ) জ্ঞানের জন্য অধ্যয়ন। (ঙ) আমাকে ভয় থেকে রক্ষা কর। (চ) আমার মা স্নেহময়ী।

৩। রেখাঙ্কিত পদসমূহের কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ-

(ক) ছাত্রৌ গচ্ছতঃ। (খ) অশ্বঃ দ্রুতম্ ধাবতি। (গ) নমঃ শিবায়। (ঘ) অহম্ হস্তেন কার্যম্ করোমি। (ঙ) ক্ষুধার্তায় অন্নম্ দেহি। (চ) মেঘাৎ বৃষ্টিঃ ভবতি। (ছ) বসন্তে কোকিলঃ কূজতি।

৪। উদাহরণ দাও ঃ-

করণকারকে ৩য়া, কর্মকারকে ২য়া, 'হীন' শব্দযোগে ৩য়া, সম্প্রদানকারকে ৪র্থী, অধিকরণকারকে ৭মী, 'অলম্' শব্দযোগে তৃতীয়া।

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ-

(ক) ধিক্ মাম্...................... ।

(খ) সঃ..........................বৃক্ষং ছিনত্তি।

(গ) ....অন্নং দেহি।

(ঘ) বৃক্ষাৎ.....................পততি।

(ঙ) অয়ম্......................বিদ্যালয়ঃ।

(চ) ....মুনেঃ তপোবনম্।

৬। বাক্যরচনা কর ঃ-

দ্রুতম্, ধিক্, অলম্, নমঃ, তিলেষু।

৭। সঠিক উত্তরটি লেখঃ

(ক) 'পিবামি' পদের অর্থ -

(i) পান কর (ii) পান করি

(iii) পান করা উচিত (iv) পান করবে

(খ) 'ছিনত্তি' পদের অর্থ-

(i) ছেদন করে (ii) ছেদন করি

(iii) ছেদন কর (iv) ছেদন করব

(গ) 'নরঃ' গচ্ছতি-এই বাক্যের অন্তর্গত 'নরঃ'

(i) কর্মকারক (ii) সম্প্রদানকারক

(iii) কর্তৃকারক (iv) করণকারক

(ঘ) 'সঃ বিদ্যয়া হীনঃ'-এই বাক্যে 'হীন' শব্দের যোগে 'বিদ্যয়া' পদে হয়েছে -

(i) দ্বিতীয়া বিভক্তি (ii) তৃতীয়া বিভক্তি

(iii) চতুর্থী বিভক্তি (iv) সপ্তমী বিভক্তি

(ঙ) সম্প্রদানকারকে হয়-

(i) প্রথমা বিভক্তি (ii) চতুর্থী বিভক্তি

(iii) ষষ্ঠী বিবক্তি (iv) পঞ্চমী বিভক্তি

সপ্তমঃ পাঠঃ

ঈশ্বরঃ

ঈশ্বরঃ সৃষ্টিকর্তা। সঃ সর্বং সৃজতি। সঃ পালনকর্তা। ধ্বংসকর্তা চ সঃ। সঃ সর্বশক্তিমান্। বহুনি তস্য নামানি। বহুনি তস্য রূপাণি। কিন্তু সঃ একঃ অদ্বিতীয়শ্চ। সঃ সর্বত্র তিষ্ঠতি। বয়ম্ প্রত্যহম্ তস্য স্তুতিম্ কুর্মঃ।

শব্দার্থ ঃ সৃজতি-সৃষ্টি করেন। বহুনি-অনেক। অদ্বিতীয়ঃ- যাঁর দ্বিতীয় নেই। সর্বত্র-সকল স্থানে। তিষ্ঠতি-থাকেন।

অনুশীলনী

১। পাঁচটি বাংলা বাক্যে ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনা কর।

২। বাংলায় অনুবাদ কর ঃ-

(ক) ধ্বংসকর্তা...........রূপাণি।

(খ) কিন্তু সঃ..........স্তুতিং কুর্মঃ।

৩। বাংলায় অর্থ লেখ ঃ-

সৃজতি, তিষ্ঠতি, নামানি, বয়ম্, প্রত্যহম্।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ-

(ক) ধ্বংসকর্তা.................সঃ।

(খ) ....তস্য নামানি।

(গ) সঃ সর্বত্র .... ।

(ঘ) সঃ একঃ.................. ।

৫। সঠিক উত্তরটি লেখ ঃ-

(ক) ঈশ্বরের-

(i) একটি নাম (ii) দুটি নাম

(iii) পাঁচটি নাম (iv) অনেক নাম

(খ) ঈশ্বরের-

(i) একটি রূপ (ii) দুটি রূপ

(iii) অনেক রূপ (iv) নয়টি রূপ

(গ) ঈশ্বর থাকেন-

(i) সর্বত্র (ii) স্বর্গে

(iii) পাতালে (iv) সূর্যে

অষ্টমঃ পাঠঃ

মাতাপিতরৌ

মাতা পিতা চ পরমগুরূ। পিতা স্বর্গঃ। মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী। পিতরি তুষ্টে সর্বে দেবাঃ প্রীয়ন্তে। মাতরি চ তুষ্টায়াম্ দেবতানাম্ প্রীতিঃ ভবতি। বয়ম্ মাতৃগর্ভে জায়ামহে। শৈশবে মাতৃদুগ্ধম্ পিবামঃ। মাতাপিতরৌ যত্নেন অস্মান্ পালয়তঃ। তয়োঃ স্নেহঃ অস্মাকং পরমা সম্পৎ। অতএব বয়ম্ তৌ সেবামহে।

শব্দার্থ ঃ স্বর্গাৎ-স্বর্গ থেকে। প্রীয়ন্তে-প্রীতি লাভ করেন। জায়ামহে-জন্মগ্রহণ করি। মাতৃদুগ্ধম্-মায়ের দুধ। যত্নেন-যত্নের সঙ্গে। তয়োঃ-তাঁদের দুজনের। সেবামহে-সেবা করি।

অনুশীলনী

১। মাতা-পিতা সম্পর্কে মাতৃভাষায় দশটি বাক্য লেখ।

২। বাংলায় অনুবাদ কর ঃ-

(ক) পিতরি তুষ্টে..................প্রীতিঃ ভবতি।

(খ) বয়ং মাতৃগর্ভে....................পিবামঃ।

(গ) মাতাপিতরৌ..................সেবামহে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ-

(ক) মাতা পিতা চ................... ।

(খ) ....তুষ্টে সর্বে দেবাঃ প্রীয়ন্তে।

(গ) বয়ম্...................জায়ামহে।

(ঘ) শৈশবে মাতৃদুগ্ধম্...................... ।

(ঙ) অতএব বয়ম্...................... সেবামহে।

৪। শব্দার্থ লেখ ঃ

স্বর্গাৎ, মাতৃদুগ্ধম্, প্রীয়ন্তে, যত্নেন, সেবামহে।

৫। বাক্য রচনা কর ঃ-

পরমগুরূ, পিতরি, বয়ম্, অস্মান্, সম্পৎ।

৬। বামপাশে সংস্কৃত শব্দ এবং ডানপাশে বাংলা অর্থ এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে।

সাজিয়ে লেখ ঃ-

যত্নেন	জন্মগ্রহণ করি
বয়ম্	প্রীতি লাভ করেন
প্রীয়ন্তে	পান করি
পিবামঃ	আমরা
জায়ামহে	যত্নের সঙ্গে

নবমঃ পাঠঃ

গুরুভক্তিঃ

পিতা অস্মাকম্ জন্মদাতা। কিন্তু শিক্ষকঃ অস্মাকম্ জ্ঞানদাতা। সঃ জ্ঞানেন অজ্ঞানতাম্ বিনশ্যতি। শিক্ষকস্য ত্যাগঃ অতুলনীয়ঃ। সঃ ছাত্রান্ পুত্রবৎ পালয়তি। তেষাম্ কল্যাণম্ সাধয়তি চ। অতঃ স ছাত্রাণাম্ গুরুঃ। গুরুভক্তঃ ছাত্রঃ বিদ্বান্ ভবতি। অতএব বয়ম্ শিক্ষকান্ ভক্তিং করিষ্যামঃ। তেষাম্ আদেশঞ্চ পালয়িষ্যামঃ।

শব্দার্থ ঃ জ্ঞানেন- জ্ঞানের দ্বারা। বিনশ্যতি-বিনাশ করে। শিক্ষকস্য- শিক্ষকের। পুত্রবৎ- ছেলের মত। ছাত্রাণাম্-ছাত্রদের। করিষ্যামঃ- করব। পালয়িষ্যামঃ - পালন করব।

অনুশীলনী

১। শিক্ষকের প্রশংসাসূচক পাঁচটি বাংলা বাক্য লেখ।

২। বাংলায় অনুবাদ কর ঃ-

(ক) শিক্ষকস্য....................সাধয়তি চ।

(খ) গুরুভক্তঃ ছাত্রঃ..............পালয়িষ্যামঃ।

৩। শব্দার্থ লেখ ঃ

বিনশ্যতি, ছাত্রাণাম্, জ্ঞানেন, অতুলনীয়ঃ, পালয়িষ্যামঃ।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) পিতা.............জন্মদাতা।

(খ) ....ত্যাগঃ অতুলনীয়ঃ।

(গ) অতঃ সঃ................গুরুঃ।

(ঘ) ....ছাত্রঃ বিদ্বান্ ভবতি।

(ঙ) তেষাম্ আদেশঞ্চ................. ।

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-

(ক) আমাদের জন্মদাতা কে?

(খ) কে আমাদের জ্ঞানদাতা?

(গ) শিক্ষক কিসের দ্বারা অজ্ঞানতা বিনাশ করেন?

(ঘ) গুরুভক্ত ছাত্র কি হয়?

দশমঃ পাঠঃ

বাংলাদেশস্য শরৎকালঃ

বাংলাদেশে ষট্ ঋতবঃ। তেষাম্ অন্যতমা শরৎ। বর্ষাশেষে শরৎ আগচ্ছতি। তদা গগনম্ ভবতি নির্মলম্। চন্দ্রঃ দদাতি স্নিগ্ধকিরণম্। সরোবরে বিকশন্তি কমলানি। আকাশে শোভন্তে নক্ষত্রাণি। শ্যামলা ভবতি প্রকৃতিঃ। দুর্গোৎসবঃ শরৎকালস্য শ্রেষ্ঠঃ উৎসবঃ। অস্মিন্ কালে বয়ম্ দুর্গাদেবীম্ পূজয়ামঃ।

শব্দার্থ ঃ ষট্- ছয়। আগচ্ছতি-আসে। দদাতি-দান করে। বিকশন্তি-প্রস্ফুটিত হয়। শোভন্তে- শোভা প্রাপ্ত হয়। শরৎকালস্য-শরৎকালের। দুর্গাদেবীম্-দুর্গাদেবীকে।

অনুশীলনী

১। বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের শরৎকালের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২। পাঁচটি সংস্কৃত বাক্যে বাংলাদেশের শরৎ সম্পর্কে বল।

৩। বাংলায় অুবাদ কর ঃ-

(ক) বর্ষাশেষে....................নির্মলম্।

(খ) সরোবরে......................ভবতি প্রকৃতিঃ।

(গ) দুর্গোৎসবঃ........................দুর্গাদেবীম্ পূজয়ামঃ।

৪। বাক্য রচনা কর ঃ-

তদা, দদাতি, আকাশে, উৎসবঃ, পূজয়ামঃ।

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ-

(ক) ....ষট্ ঋতবঃ।

(খ) বর্ষাশেষে........................আগচ্ছতি।

(গ) সরোবরে বিকশন্তি........................ ।

(ঘ) আকাশে..........................নক্ষত্রাণি।

৬। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-

(ক) বাংলাদেশে কয়টি ঋতু আছে?

(খ) কখন শরৎ আবির্ভূত হয়?

(গ) নক্ষত্র কোথায় শোভা পায়?

(ঘ) কমলগুলো কোথায় বিকশিত হয়?

(ঙ) শরৎকালে আমরা কোন্ দেবীর পূজা করি?

৭। সঠিক উত্তরটি লেখ ঃ-

(ক) বাংলাদেশের ঋতুসংখ্যা-

(i) চার (ii) ছয়

(iii) পাঁচ (iv) তিন

(খ) শরৎকালে আকাশ হয়-

(i) নির্মল (ii) কাল

(iii) শুভ্র (iv) রক্ত

(গ) পদ্ম বিকশিত হয়-

(i) নদীতে (ii) পর্বতে

(iii) সরোবরে (iv) সমুদ্রে

(ঘ) শরৎকালে প্রকৃতি হয়-

(i) শুভ্র (ii) শ্যামল

(iii) কোমল (iv) পীত

(ঙ) শরৎকালের শ্রেষ্ঠ উৎসব-

(i) দুর্গোৎসব (ii) শিবোৎসব

(iii) ব্রহ্মোৎসব (iv) কার্তিকেয়োৎসব

একাদশঃ পাঠঃ

বাংলাদেশঃ

বাংলাদেশঃ অস্মাকম্ জন্মভূমিঃ। অতি মনোহরঃ অয়ম্ দেশঃ। অত্র বিশালাঃ নদ্যঃ প্রবহন্তি। উদ্যানে কুসুমানি বিকশন্তি। বৃক্ষেষু ফলানি জায়ন্তে। কৃষকাঃ ক্ষেত্রাণি কর্ষন্তি। শীতলঃ বায়ুঃ বহতি। বাংলাদেশঃ স্বাধীনঃ দেশঃ। অত্র শান্তিঃ বিরাজতে। অয়ম্ দেশঃ স্বর্গাদপি শ্রেষ্ঠঃ।

শব্দার্থ ঃ- নদ্যঃ-নদীগুলো। প্রবহন্তি-প্রবাহিত হয়। কুসুমানি-ফুলগুলি। জায়ন্তে-জন্মগ্রহণ করে। বিরাজতে-বিরাজ করে। স্বর্গাদপি-স্বর্গ থেকেও।

অনুশীলনী

১। দশটি বাংলা বাক্যে বাংলাদেশের বর্ণনা দাও।

২। বাংলায় অনুবাদ কর ঃ-

(ক) বাংলাদেশঃ..................প্রবহন্তি।

(খ) উদ্যানে......................কর্ষন্তি।

(গ) শীতলঃ...................শ্রেষ্ঠ ঃ।

৩। শব্দার্থ লেখ ঃ-

প্রবহন্তি, জায়ন্তে, নদ্যঃ, কুসুমানি, স্বর্গাদপি।

৪। নিচের পদগুলো দিয়ে বাক্য রচনা কর ঃ-

জন্মভূমিঃ, মনোহরঃ, বিকশন্তি, কর্ষন্তি, শান্তিঃ।

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) ....অস্মাকম্ জন্মভূমিঃ।

(খ) অত্র বিশালাঃ.....................প্রবহন্তি।

(গ) বৃক্ষেষু ফলানি..................... ।

(ঘ) ....শান্তিঃ বিরাজতে।

(ঙ) বাংলাদেশঃ...................দেশঃ।

৬। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-

(ক) আমাদের জন্মভূমির নাম কি?

(খ) বাংলাদেশের উদ্যানে কি বিকশিত হয়?

(গ) কৃষকেরা কি করে?

(ঘ) বাংলাদেশে কেমন বায়ু প্রবাহিত হয়?

(ঙ) বাংলাদেশের নদীগুলো কেমন?

৭। সঠিক উত্তর লেখ ঃ

(ক) আমাদের জন্মভূমির নাম-

(i) বাঙ্গালা দেশ (ii) বঙ্গাদেশ

(iii) বাংলাদেশ (iv) বঙ্গীয় দেশ

(খ) বাংলাদেশ অতি-

(i) শ্যামল (ii) মনোহর

(iii) সুন্দর (iv) চিত্তাকর্ষক

(গ) বাংলাদেশের ক্ষেত্র কর্ষণ করে-

(i) চর্মকারেরা (ii) কৃষকেরা

(iii) কৃষিজীবীরা (iv) কৃষকপুত্রেরা

(ঘ) বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়-

(i) বিশাল নদী (ii) বিশালসাগর

(iii) বিশাল ঝর্ণা (iv) বিশাল মহাসাগর

দ্বাদশঃ পাঠঃ

পঞ্চতন্ত্রম্

নীলবর্ণশৃগালকথা

অস্তি চণ্ডরবঃ নাম শৃগালঃ। একদা সঃ রজকস্য নীলজলে পততি। তেন তস্য শরীরম্ নীলম্ ভবতি। ততঃ সঃ পশূনাম্ রাজপদম্ লভতে। তদা সঃ ব্যাঘ্রম্ অমাত্যম্ করোতি। সিংহম্ করোতি সেনাপতিম্। একদা সায়ম্ নীলবর্ণঃ শৃগালঃ শৃগালরবম্ শৃণোতি। তেন সঃ স্বভাববশাৎ উচ্চৈঃস্বরেণ শব্দম্ করোতি। ব্যাঘ্রাদয়ঃ তম্ শৃগালম্ মত্বা তৎক্ষণম্ এব ঘ্নন্তি।

স্বভাবো দুরতিক্রম্যঃ।

শব্দার্থ ঃ রজকস্য— ধোপার। তেন— সেইহেতু। পশূনাম— পশুদের। লভতে— লাভ করে। সায়ম্— সন্ধ্যাবেলা। শৃগালরবম্— শৃগালের শব্দ। শৃণোতি—শোনে। স্বভাববশাৎ— স্বভাবহেতু। মত্বা— মনে করে। ঘ্নন্তি—হত্যা করে। পঞ্চতন্ত্র—নীতিকথার একটি গল্পগ্রন্থ। এটি পাঁচটি তন্ত্র বা অধ্যায়ে বিভক্ত।

স্বভাবো দুরতিক্রম্যঃ—স্বভাব ত্যাগ করা কঠিন।

অনুশীলনী

১। 'নীলবর্ণশৃগালকথা' গল্পটি বাংলা ভাষায় লেখ।

২। বাংলায় অনুবাদ কর ঃ-

(ক) একদা সঃ ....নীলম্ ভবতি।

(খ) তদা সঃ.............. সেনাপতিম্।

(গ) তেন সঃ................এব ঘ্নন্তি।

৩। 'নীলবর্ণশৃগালকথা' গল্পটির উপদেশ সংস্কৃতে লেখ।

৪। শব্দার্থ লেখ ঃ-

রজকস্য, লভতে, সায়ম্, পশূনাম, শৃণোতি।

৫। নিচের পদগুলোর বাক্যে প্রয়োগ দেখাও ঃ-

নীলজলে, পশূনাম্, একদা, পততি, করোতি।

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ-

(ক) তেন তস্য ....নীলম্ ভবতি।

(খ) ....সঃ পশূনাম্ রাজপদম্ লভতে।

(গ) তদা সঃ ব্যাঘ্রম্...................করোতি।

(ঘ) সিংহম্ করোতি..................... ।

(ঙ) নীলবর্ণঃ শৃগালঃ................শৃণোতি।

৭। বামপাশে সংস্কৃত শব্দ ও ডানপাশে বাংলা অর্থ এলামেলোভাবে দেয়া আছে। সাজিয়ে লেখ ঃ-

অস্তি	করে
ভবতি	শোনে
করোতি	হত্যা করে
শৃণোতি	হয়
ঘ্নন্তি	আছে

২০২১

ত্রয়োদশঃ পাঠঃ

মুনি-মূষিক-কথা

অয়ম্ আশ্রমঃ। অত্র বসতি একঃ মুনিঃ। একদা সঃ কাকমুখাৎ পতিতম্ মূষিকশাবকম্ পশ্যতি। সঃ তম্ অন্নেন পালয়তি। মূষিকঃ বিড়ালাৎ বিভেতি। মুনিঃ তম্ বিড়ালম্ করোতি। বিড়ালস্য কুক্কুরাৎ ভয়ম্। মুনিঃ ক্রমেণ তম্ কুক্কুরম্ ব্যাঘ্রঞ্চ করোতি। ব্যাঘ্রঃ মুনিম্ প্রতি ধাবতি। মুনিঃ পুনঃ তম্ মূষিকম্ করোতি।

উপদেশ ঃ - "নীচঃ শ্লাঘ্যপদং প্রাপ্য স্বামিনং হন্তুমিচ্ছতি।"

শব্দার্থ ঃ কাকমুখাৎ-কাকের মুখ থেকে। মূষিকশাবকম্-ইঁদুরছানা। বিভেতি- ভয় পায়। কুক্কুরাৎ-কুকুর থেকে। ধাবতি-দৌড়ায়।

হিতোপদেশ- নীতিশাস্ত্রবিষয়ক একটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ।

"নীচঃ শ্লাঘ্যপদং প্রাপ্য স্বামিনং হন্তুমিচ্ছতি"- নীচ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠপদ লাভ করে প্রভুকে হত্যা করতে চায়।

অনুশীলনী

১। 'মুনি-মূষিক-কথা' গল্পটি বাংলা ভাষায় লেখ।

২। বাংলায় অনুবাদ কর ঃ-

(ক) একদা সঃ ....বিভেতি।

(খ) মুনিঃ তম্..........................ব্যাঘ্রঞ্চ করোতি।

(গ) ব্যাঘ্রঃ মুনিম্..........................করোতি।

৩। 'হিতোপদেশ' কি?

৪। 'মুনি-মূষিক-কথা' গল্পটির উপদেশ সংস্কৃতে লেখ এবং বাংলা ভাষায় তার অনুবাদ কর।

৫। শব্দার্থ লেখ ঃ-

মূষিকশাবকম্, ধাবতি, বিভেতি, অন্নেন, পুনঃ।

৬। নিচের পদগুলো দিয়ে বাক্যরচনা কর ঃ-

বসতি, পশ্যতি, বিভেতি, করোতি, ধাবতি।

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ-

(ক) অত্র................একঃ মুনিঃ।

(খ) সঃ তম্ অন্নেন................. ।

(গ) মূষিকঃ....................বিভেতি।

(ঘ) ....কুক্কুরাৎ ভয়ম্।

(ঙ) ব্যাঘ্রঃ মুনিম্ প্রতি................. ।

৮। সঠিক উত্তরটি লেখ ঃ-

(ক) মুনি বাস করেন-

(i) গৃহে (ii) আশ্রমে

(iii) নদীকূলে (iv) পাতার ঘরে

(খ) মূষিকশাবকটি পতিত হয়েছিল-

(i) কুকুরের মুখ থেকে (ii) বিড়ালের মুখ থেকে

(iii) কাকের মুখ থেকে (iv) শালিকের মুখ থেকে

(গ) বিড়াল ভয় পেত-

(i) কুকুর থেকে (ii) বাঘ থেকে

(iii) সিংহ থেকে (iv) সাপ থেকে

(ঘ) ব্যাঘ্র ধাবিত হয়েছিল-

(i) সিংহের প্রতি (ii) মুনির প্রতি

(iii) তপস্বীর প্রতি (iv) তাপসীর প্রতি

(ঙ) নীচ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠপদ লাভ করে হত্যা করতে চায়-

(i) প্রভুকে (ii) পিতাকে

(iii) রাজাকে (iv) আশ্রয়দাতাকে

চতুর্দশঃ পাঠঃ

হিতোপদেশঃ

কাক-বর্তক-কথা

একদা একঃ বর্তকঃ কাকেন সহ বনপথেন গচ্ছতি। একঃ গোপালঃ অপি যাতি। গোপালস্য মস্তকে দধিভাণ্ডম্ অস্তি। কাকঃ বারংবারম্ দধি খাদতি। গোপালঃ দধিপাত্রম্ ভূমৌ স্থাপয়তি। সঃ দধিভাণ্ডম্ শূন্যম্ পশ্যতি। ততঃ সঃ উর্ধ্বে কাকবর্তকৌ অবলোকয়তি। সঃ লগুড়েন তৌ তাড়য়তি। ধূর্তঃ কাকঃ পলায়তে। গোপালঃ বর্তকম্ নিহন্তি।

উপদেশঃ- "ত্যজ দুর্জনসংসর্গম্।"

শব্দার্থ ঃ বনপথেন-বনপথ দিয়ে। গোপালঃ- গোয়ালা। দধিভাণ্ডম্-দইয়ের পাত্র। ভূমৌ-মাটিতে। কাকবর্তকৌ-কাক ও ভারুই পাখিকে। লগুড়েন-লাঠির দ্বারা। পলায়তে-পলায়ন করে। ত্যজ-ত্যাগ কর।

অনুশীলনী

১। 'কাক-বর্তক-কথা' গল্পটি বাংলা ভাষায় লেখ।

২। গল্পটির উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় লেখ।

৩। বাংলায় অনুবাদ কর ঃ-

(ক) গোপালস্য.................স্থাপয়তি।

(খ) সঃ দধিভাণ্ডম্........................অবলোকয়তি।

(গ) সঃ লগুড়েন..............নিহন্তি।

৪। বাংলা অর্থ লেখ ঃ

"ত্যজ দুর্জনসংসর্গম্।"

৫। শব্দার্থ লেখ ঃ

গোপালঃ, ভূমৌ, তাড়য়তি, লগুড়েন, ত্যজ।

২০২১

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) একঃ....................অপি যাতি।

(খ) ....বারংবারম্ দধি খাদতি।

(গ) সঃ লগুড়েন তৌ.................... ।

(ঘ) ....বর্তকম্ নিহন্তি।

(ঙ) ধূর্তঃ..................পলায়তে।

৭। বাক্য রচনা কর ঃ-

যাতি, অস্তি, খাদতি, পলায়তে, নিহন্তি।

৮। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-

(ক) বনপথ দিয়ে কাকের সঙ্গে কে যাচ্ছিল?

(খ) গোয়ালার মাথায় কি ছিল?

(গ) কাক বারবার কি খাচ্ছিল?

(ঘ) ধূর্ত কাক কি করেছিল?

(ঙ) গোয়ালা কাকে মেরেছিল?

পঞ্চদশঃ পাঠঃ

নীতিশোকাঃ

(১)

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥

(২)

ভূমের্গরীয়সী মাতা স্বর্গাদুচ্চতরঃ পিতা। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥

(৩)

হস্তস্য ভূষণং দানং সত্যং কণ্ঠস্য ভূষণম্।

কর্ণস্য ভূষণং শাস্ত্রং ভূষণৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥

(৪)

যস্মিন্ দেশে ন সম্মানো ন বৃত্তির্ন চ বান্ধবঃ।

ন চ বিদ্যালয়ঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জয়েৎ ॥

টীকা ঃ পরমন্তপঃ = পরমম্ + তপঃ।

প্রীতিমাপন্নে = প্রীতিম্ + আপন্নে। স্বর্গাদুচ্চতরঃ = স্বর্গাৎ + উচ্চতরঃ। স্বর্গাদপি = স্বর্গাৎ + অপি।

শব্দার্থ ঃ প্রীয়ন্তে—প্রীতি লাভ করেন। ভূমেঃ—পৃথিবী অপেক্ষা। কণ্ঠস্য—কণ্ঠের। বৃত্তিঃ—জীবিকা। পরিবর্জয়েৎ—পরিত্যাগ করা উচিত।

শোকার্থ ঃ-

১। পিতা.........................সর্বদেবতাঃ ॥

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাই পরম তপস্যা। পিতা প্রীত হলে দেবতারাও প্রীত হন।

২। ভূমের্গরীয়সী...........................গরীয়সী ॥

মা পৃথিবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পিতা শ্রেষ্ঠ স্বর্গ অপেক্ষা। জননীতুল্য জন্মভূমি স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ।

৩। হস্তস্য.....................................প্রয়োজনম্।

হস্তের অলংকার দান, কণ্ঠের অলংকার সত্য, কর্ণের অলংকার শাস্ত্র, অন্য অলংকারের প্রয়োজন কি?

৪। যস্মিন্ দেশে...........................পরিবর্জয়েৎ।

যে-দেশে সম্মান নেই, জীবিকার উপায় নেই, কোন বন্ধু নেই, কোন বিদ্যালয় নেই, সে-দেশ ত্যাগ করা উচিত।

অনুশীলনী

১। মাতা, পিতা ও জন্মভূমির প্রশংসাসূচক শোকটি শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি কর।

২। সংস্কৃত শোক উদ্‌ধৃত করে কোন দেশ ত্যাগ করা উচিত বল।

৩। **বাংলায় অনুবাদ কর ঃ-**

(ক) পিতা স্বর্গঃ..................সর্বদেবতাঃ ॥

(খ) হস্তস্য ভূষণং.......................প্রয়োজনম্ ॥

৪। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ-**

(ক) পিতরি...............প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥

(খ) ....জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥

(গ) সত্যং.......................ভূষণম্ ॥

(ঘ) ....ভূষণং শাস্ত্রং।

(ঙ) তং দেশং..................... ॥

৫। **শব্দার্থ লেখ ঃ-**

ভূমেঃ, বৃত্তিঃ, ভূষণম্, স্বর্গাৎ, পরিবর্জয়েৎ।

৬। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-**

(ক) পৃথিবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে?

(খ) স্বর্গ অপেক্ষা উচ্চতর কে?

(গ) হস্তের ভূষণ কি?

(ঘ) কণ্ঠের ভূষণ কি?

(ঙ) কর্ণের ভূষণ কি?

দ্বিতীয় ভাগ

ব্যাকরণ

প্রথম পাঠ

শব্দরূপ

(অ-কারান্ত, ই-কারান্ত ও আ- কারান্ত)

সংস্কৃত ভাষায় শব্দবিভক্তি সাত প্রকার-

প্রথমা (১মা), দ্বিতীয়া (২য়া), তৃতীয়া (৩য়া), চতুর্থী (৪র্থী), পঞ্চমী (৫মী), ষষ্ঠী (৬ষ্ঠী) ও সপ্তমী (৭মী)। প্রত্যেক বিভক্তির তিনটি বচন থাকে- একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। প্রথমা থেকে সপ্তমী পর্যন্ত সাতটি বিভক্তি ও সম্বোধন পদের তিনটি বচনে শব্দের যে সকল রূপ হয়, তারই নাম শব্দরূপ।

শব্দবিভক্তি- যেসকল বিভক্তি শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে পদ গঠন করে, সেগুলোকে শব্দবিভক্তি বলা হয়। যেমন- নর + ঔ = নরৌ। এখানে ‘নর’ একটি শব্দ, এর সঙ্গে ‘ঔ’ যুক্ত হয়ে ‘নরৌ’ পদ গঠিত হয়েছে। সুতরাং ‘ঔ’ শব্দবিভক্তি।

সম্বোধনপদ- যাকে আহ্বান করে কোন কিছু বলা হয়, তার নাম সম্বোধন পদ। যেমন- দেবি, অত্র আগচ্ছ (দেবি, এখানে এস)।

বিভিন্ন বিভক্তি ও বচনে শব্দবিভক্তির বিভিন্ন আকৃতি আছে। নিম্নে শব্দবিভক্তির আকৃতি প্রদত্ত হল ঃ

শব্দ বিবক্তির আকৃতি

বিভক্তি	**একবচন**	**দ্বিবচন**	**বহুবচন**
১মা	সু (ঃ)	ঔ	জস্ (অঃ)
২য়া	অম্	ঔট্ (ঔ)	শস্ (অঃ)
৩য়া	টা (আ)	ভ্যাম্	ভিস্ (ভিঃ)
৪র্থী	ঙে (এ)	ভ্যাম্	ভ্যস্ (ভ্যঃ)
৫মী	ঙসি (অ)	ভ্যাম্	ভ্যস্ (ভ্যঃ)
৬ষ্ঠী	ঙস্ (অঃ)	ওস্ (ওঃ)	আম্
৭মী	ঙি (ই)	ওস্ (ওঃ)	সুপ্ (সু)

শব্দরূপ-পুংলিঙ্গ

অ-কারান্ত-নর

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	নরঃ	নরৌ	নরাঃ
	(একজন মানুষ)	(দুজন মানুষ)	(মনুষ্যগণ)
২য়া	নরম্	নরৌ	নরান্
	(একজন মানুষকে)	(দুজন মানুষকে)	(মনুষ্যগণকে)
৩য়া	নরেণ	নরাভ্যাম্	নরৈঃ
	(একজন মানুষ দ্বারা)	(দুজন মানুষ দ্বারা)	(মনুষ্যগণের দ্বারা)
৪র্থী	নরায়	নরাভ্যাম্	নরেভ্যঃ
	(একজন মানুষকে)	(দুজন মানুষকে)	(মনুষ্যগণকে)
৫মী	নরাৎ	নরাভ্যাম্	নরেভ্যঃ
	(একজন মানুষ থেকে)	(দুজন মানুষ থেকে)	(মনুষ্যগণ থেকে)
৬ষ্ঠী	নরস্য	নরয়োঃ	নরাণাম্
	(একজন মানুষের)	(দুজন মানুষের)	(মনুষ্যগণের)
৭মী	নরে	নরয়োঃ	নরেষু
	(একজন মানুষে)	(দুজন মানুষে)	(মনুষ্যগণে)
সম্বোধন	নর	নরৌ	নরাঃ
	(হে মানুষ)	(হে দুজন মানুষ)	(হে মনুষ্যগণ)

দ্রষ্টব্য ঃ ছাত্র, শিক্ষক, সূর্য, চন্দ্র, গজ (হাতি), মৃগ (হরিণ), দেব, বৃক্ষ, কাক, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি অ -কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ নর শব্দের মত।

ই-কারান্ত-মুনি

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	মুনিঃ	মুনী	মুনয়ঃ
২য়া	মুনিম্	মুনী	মুনীন্
৩য়া	মুনিনা	মুনিভ্যাম্	মুনিভিঃ
৪র্থী	মুনয়ে	মুনিভ্যাম্	মুনিভ্যঃ
৫মী	মুনেঃ	মুনিভ্যাম্	মুনিভ্যঃ
৬ষ্ঠী	মুনেঃ	মুন্যোঃ	মুনীনাম্
৭মী	মুনৌ	মুন্যোঃ	মুনিষু
সম্বোধন	মুনে	মুনী	মুনয়ঃ

দ্রষ্টব্য ঃ কবি, রবি (সূর্য), অগ্নি, কপি (বানর), হরি, গিরি (পাহাড়) প্রভৃতি সকল ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ মুনি শব্দের অনুরূপ।

স্ত্রীলিঙ্গরূপ

আ-কারান্ত লতা

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	লতা	লতে	লতাঃ
২য়া	লতাম্	লতে	লতাঃ
৩য়া	লতয়া	লতাভ্যাম্	লতাভিঃ
৪র্থী	লতায়ৈ	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
৫মী	লতায়াঃ	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
৬ষ্ঠী	লতায়াঃ	লতয়োঃ	লতানাম্
৭মী	লতায়াম্	লতয়োঃ	লতাসু
সম্বোধন	লতে	লতে	লতাঃ

লতা-শব্দের আদর্শে বিদ্যাশব্দের রূপ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	লতা	লতে	লতাঃ
	বিদ্যা	বিদ্যে	বিদ্যাঃ
২য়া	লতাম্	লতে	লতাঃ
	বিদ্যাম্	বিদ্যে	বিদ্যাঃ
৩য়া	লতয়া	লতাভ্যাম্	লতাভিঃ
	বিদ্যয়া	বিদ্যাভ্যাম্	বিদ্যাভিঃ
৪র্থী	লতায়ৈ	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
	বিদ্যায়ৈ	বিদ্যাভ্যাম্	বিদ্যাভ্যঃ
৫মী	লতায়াঃ	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
	বিদ্যায়াঃ	বিদ্যাভ্যাম্	বিদ্যাভ্যঃ
৬ষ্ঠী	লতায়াঃ	লতয়োঃ	লতানাম্
	বিদ্যায়াঃ	বিদ্যয়োঃ	বিদ্যানাম্
৭মী	লতায়াম্	লতয়োঃ	লতাসু
	বিদ্যায়াম্	বিদ্যয়োঃ	বিদ্যাসু
সম্বোধন	লতে	লতে	লতাঃ
	বিদ্যে	বিদ্যে	বিদ্যাঃ

দ্রষ্টব্য ঃ আশা, প্রভা (কিরণ), কৃপা, গুহা, দেবতা, নৌকা, শয্যা, হিংসা প্রভৃতি সকল আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ লতা শব্দের মত।

ক্লীবলিঙ্গ শব্দরূপ

অ-কারান্ত-ফল

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	ফলম্	ফলে	ফলানি
২য়া	ফলম্	ফলে	ফলানি
৩য়া	ফলেন	ফলাভ্যাম্	ফলৈঃ
৪র্থী	ফলায়	ফলাভ্যাম্	ফলেভ্যঃ
৫মী	ফলাৎ	ফলাভ্যাম্	ফলেভ্যঃ
৬ষ্ঠী	ফলস্য	ফলয়োঃ	ফলানাম্
৭মী	ফলে	ফলয়োঃ	ফলেষু
সম্বোধন	ফল	ফলে	ফলানি

দ্রষ্টব্য ঃ জল, বন, ধন, তৃণ, মিত্র, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, রক্ত, মাংস, মুখ প্রভৃতি সকল অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ ফল শব্দের মত।

অনুশীলনী

১। সকল বিভক্তি ও বচনে 'নর' শব্দের রূপ লেখ।

২। শব্দবিভক্তির আকৃতি মুখস্থ লেখ।

৩। প্রথমা থেকে তৃতীয়া বিভক্তি পর্যন্ত 'মুনি' শব্দের রূপ লেখ।

৪। চতুর্থী থেকে সপ্তমী বিভক্তি পর্যন্ত 'লতা' শব্দের রূপ লেখ।

৫। নির্দেশ মত নিচের শব্দগুলোর রূপ লেখ।

(ক) 'ছাত্র শব্দের ২য়ার বহুবচন

(খ) 'নর' শব্দের ৭মীর দ্বিবচন

(গ) 'লতা' শব্দের ৩য়ার একবচন

(ঘ) 'দেবতা' শব্দের ৪র্থীর একবচন

(ঙ) 'বিদ্যা' শব্দের ৫মীর একবচন

(চ) 'ফল' শব্দের ২য়ার একবচন

(ছ) 'বন' শব্দের ১মার বহুবচন

৬। সংস্কৃতে অনুবাদ করঃ-

দুজন মানুষ, হে মনুষ্যগণ, ছাত্রদের, ফলের দ্বারা, বিদ্যা থেকে, লতাগুলো, জল, মুনিগণের।

৭। বাংলায় অনুবাদ করঃ-

নরেণ, মুনিম্, ছাত্রাঃ, ফলানি, চন্দ্রেণ, লতয়া।

৮। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ-

(ক) সংস্কৃত ভাষায় শব্দবিভক্তি কয় প্রকার?

(খ) শব্দবিভক্তি কার সাথে যুক্ত হয়?

(গ) যে পদের সাহায্যে আহ্বান করা হয়, তাকে কোন পদ বলে?

(ঘ) ‘হরি’ শব্দের রূপ কোন শব্দের মত?

৯। শুদ্ধ উত্তরটি লেখঃ-

(ক) ‘নর’ শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনের রূপ-

(i) নরেষু (ii) নরাণাম

(iii) নরানাম্ (iv) নরনাম্

(খ) ‘মুনি’ শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনের রূপ-

(i) মুনিন্ (ii) মুনীন্

(iii) মুনীনা (iv) মুনয়ে

(গ) ‘লতা’ শব্দের সপ্তমীর বহুবচনের রূপ-

(i) লতা (ii) লতায়াঃ

(iii) লতাভিঃ (iv) লতাসু

(ঘ) ‘ফল’ শব্দের প্রথমার দ্বিবচনের রূপ-

(i) ফলেন (ii) ফলে

(iii) ফলানি (iv) ফলান্

(ঙ) ‘বৃক্ষ’ শব্দের তৃতীয়ার একবচনের রূপ-

(i) বৃক্ষেন (ii) বৃক্ষেণ

(iii) বৃক্ষম্ (iv) বৃক্ষাৎ

দ্বিতীয় পাঠ

ধাতুরূপ

ধাতু—ক্রিয়ার মূল বা প্রকৃতির নাম ধাতু। যেমন- পঠ্, কৃ, গম্, যা ইত্যাদি। (√) এরূপ সংকেত চিহ্ন দ্বারা ধাতু প্রকাশ করা হয়।

তিঙ্ বা ক্রিয়াবিভক্তি—ধাতুর শেষে যেসব বিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, সেগুলোর নাম তিঙ্ বা ক্রিয়াবিভক্তি। যেমন—

√পঠ্ + তি = পঠতি। √যা + তি = যাতি। √হস্ + তু = হসতু।

তিঙ্ বিভক্তির দ্বারা ক্রিয়ার কাল এবং ভাব প্রকাশিত হয়। তিঙ্ বিভক্তি দশ ভাগে বিভক্ত। দশটি ভাগের মধ্যে লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্ ও লৃট্ এই পাঁচটি বিভাগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান কাল বোঝাতে লট্, অতীত কাল বোঝাতে লঙ্, ভবিষ্যৎ কাল বোঝাতে লৃট্, বর্তমান অনুজ্ঞা বোঝাতে লোট্ ও উচিত অর্থে বিধিলিঙের প্রয়োগ হয়।

প্রত্যেকটি তিঙ্ বিভক্তির প্রথম, মধ্যম ও উত্তম এই তিন পুরুষ এবং প্রত্যেকটি পুরুষের একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন এই তিন বচনে বিভিন্ন রূপ হয়। সুতরাং তিঙ্ বিভক্তির সংখ্যা মোট ১০ X ৩ X ৩ = ৯০ (নব্বই) টি। এবং পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী ভেদে দুই প্রকার। সুতরাং তিঙ্ বিভক্তি মোট ৯০ X ২ = ১৮০টি

ধাতুরূপ- ধাতুর সাথে তি, তস্, অন্তি প্রভৃতি বিভক্তিযোগে যে ভিন্ন ভিন্ন তিঙন্ত পদ গঠিত হয়, তাকে ধাতুরূপ বলা হয়।

তিঙ্ বা ক্রিয়াবিভক্তির আকৃতি

লট্

	প্রথম পুরুষ	**মধ্যম পুরুষ**	**উত্তম পুরুষ**
একবচন	তি	সি	মি
দ্বিবচন	তস্	থস্	বস্
বহুবচন	অন্তি	থ	মস্

লোট্

একবচন	তু	হি	আনি
দ্বিবচন	তাম্	তম্	আব
বহুবচন	অন্তু	ত	আম

লঙ্

	প্রথম পুরুষ	**মধ্যম পুরুষ**	**উত্তম পুরুষ**
একবচন	দ্	স্	অম্
দ্বিবচন	তাম্	তম্	ব
বহুবচন	অন্	ত	ম

বিধিলিঙ্

একবচন	যাৎ	যাস্	যাম্
দ্বিবচন	যাতাম্	যাতম্	যাব
বহুবচন	যুস্	যাত	যাম

লৃট্

একবচন	স্যতি	স্যতিস্	স্যামি
দ্বিবচন	স্যতস্	স্যথস্	স্যাবস্
বহুবচন	স্যন্তি	স্যথ	স্যামস্

ভূ-ধাতুর রূপ

ভূ (হওয়া)-পরস্মৈপদী

লট্

	প্রথম পুরুষ	**মধ্যম পুরুষ**	**উত্তম পুরুষ**
একবচন	ভবতি	ভবসি	ভবামি
দ্বিবচন	ভবতঃ	ভবথঃ	ভবাবঃ
বহুবচন	ভবন্তি	ভবথ	ভবামঃ

লোট্

একবচন	ভবতু	ভব	ভবানি
দ্বিবচন	ভবতাম্	ভবতম্	ভবাব
বহুবচন	ভবন্তু	ভবত	ভবাম

লঙ্

একবচন	অভবৎ	অভবঃ	অভবম্
দ্বিবচন	অভবতাম্	অভবতম্	অভবাব
বহুবচন	অভবন্	অভবত	অভবাম

বিধিলিঙ্

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	ভবেৎ	ভবেঃ	ভবেয়ম্
দ্বিবচন	ভবেতাম্	ভবেতম্	ভবেব
বহুবচন	ভবেয়ুঃ	ভবেত	ভবেম

লৃট্

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	ভবিষ্যতি	ভবিষ্যসি	ভবিষ্যামি
দ্বিবচন	ভবিষ্যতঃ	ভবিষ্যথঃ	ভবিষ্যাবঃ
বহুবচন	ভবিষ্যন্তি	ভবিষ্যথ	ভবিষ্যামঃ

অনুশীলনী

১। ধাতু কাকে বলে? কয়েকটি ধাতুর উদাহরণ দাও।

২। তিঙ্ বিভক্তি বলতে কি বোঝ? উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।

৩। তিঙ্ বিভক্তি কয় ভাগে বিভক্ত? তিঙ্ বিভক্তির প্রধান পাঁচটি ভাগের নাম লেখ।

৪। ধাতুরূপ কাকে বলে?

৫। লঙ্-এ তিঙ্ বিভক্তির আকৃতি লেখ।

৬। লট্ বিভক্তিতে সকল পুরুষ ও বচনে ভূ-ধাতুর রূপ লেখ।

৭। লৃট্ বিভক্তিতে প্রথম পুরুষের তিন বচনে ভূ-ধাতুর রূপ লেখ।

৮। নির্দেশ অনুযায়ী ধাতুরূপ লেখঃ

(ক) লোট্ বিভক্তিতে ভূ-ধাতুর মধ্যম পুরুষের ১ বচন।

(খ) লঙ্ বিভক্তিতে ভূ-ধাতুর প্রথম পুরুষের ১ বচন।

(গ) লোট্ বিভক্তিতে ভূ-ধাতুর উত্তম পুরুষের দ্বিবচন।

(ঘ) বিধিলিঙ্ বিভক্তিতে ভূ-ধাতুর মধ্যম পুরুষের ১ বচন।

(ঙ) লৃট্ বিভক্তিতে ভূ-ধাতুর উত্তম পুরুষের বহুবচন।

৯। **শুদ্ধ উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ-**

(ক) ক্রিয়ার মূলকে বলে-

(i) শব্দ (ii) পদ

(iii) ধাতু (iv) নিপাত

(খ) তিঙ্ বিভক্তির অন্য নাম-

(i) ক্রিয়াবিবক্তি (ii) শব্দবিভক্তি

(iii) প্রাতিপদিক (iv) অব্যয়

(গ) বর্তমান কাল অর্থে ব্যবহৃত হয়-

(i) লঙ্ (ii) লট্

(iii) লৃট্ (iv) লোট্

(ঘ) ভবিষ্যৎ কাল অর্থে ব্যবহৃত হয়-

(i) লৃট্ (ii) লট্

(iii) লোট্ (iv) বিধিলিঙ্

(ঙ) তিঙ্ বিভক্তির মোট সংখ্যা-

(i) পঞ্চাশ (ii) ষাট্

(iii) একশত আশি (iv) তেত্রিশ

(চ) লট্ বিভক্তির উত্তম পুরুষের একবচনের রূপ-

(i) তস্ (ii) বস্

(iii) মি (iv) স্যতি

(ছ) লঙ্ বিভক্তির মধ্যম পুরুষের একবচনের রূপ-

(i) স্ (ii) দ্

(iii) তাম্ (iv) অন্

(জ) লট্ বিভক্তিতে ভূ-ধাতুর প্রথম পুরুষের একবচনের রূপ-

(i) ভবামি (ii) অভবৎ

(iii) ভবিষ্যতি (iv) ভবতি

(ঝ) লোট্ বিভক্তিতে ভূ-ধাতুর মধ্যম পুরুষের দ্বিবচনের রূপ-

(i) ভবতম্ (ii) ভবানি

(iii) ভবাবঃ (iv) ভবেৎ

(ঞ) লৃট্ বিভক্তিতে ভূ-ধাতুর উত্তম পুরুষের একবচনের রূপ-

(i) ভবিষ্যতি (ii) ভবতু

(iii) ভবিষ্যামি (iv) ভবিষ্যাবঃ

তৃতীয় পাঠ

পদপ্রকরণ

শব্দ ঃ কয়েকটি বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি একত্র হয়ে যদি একটি অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বলা হয় শব্দ। যেমন- ন্ + অ + র্ অ = নর। ল্ + অ + ত্ + আ = লতা।

কিন্তু বর্ণসমষ্টি যদি কোন অর্থ প্রকাশ না করে, তাহলে শব্দ হয় না। যেমন- ক্ + এ + ত্ + অ = কেত। এখানে কতগুলো বর্ণ একত্র হলেও এগুলো মিলিতভাবে কোন অর্থ প্রকাশ না করায় শব্দ হয়নি।

পদ ঃ বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলা হয়। যেমন- নর + ঔ = নরৌ। এখানে 'নর' একটি শব্দ। এর সঙ্গে 'ঔ' এই শব্দবিভক্তি যুক্ত হয়ে 'নরৌ' পদ গঠিত হয়েছে।

পদের শ্রেণীবিভাগ ঃ পদ পাঁচ প্রকার। বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

১। বিশেষ্য

যে পদের দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, গুণ, অবস্থা, ক্রিয়া প্রভৃতির নাম বোঝায়, তাকে বলা হয় বিশেষ্য। যেমন-

ব্যক্তি ঃ গোপালঃ, গোবিন্দঃ, সীতা ইত্যাদি।

বস্তু ঃ বিত্তম্, জলম্, অন্নম্ ইত্যাদি।

স্থান ঃ মথুরা, কাশী, গয়া, বৃন্দাবনম্ ইত্যাদি।

গুণ ঃ মধুরতা, চপলতা, মহত্ত্বম্ ইত্যাদি।

অবস্থা ঃ কৈশোরম্, যৌবনম্, দারিদ্রম্ ইত্যাদি।

ক্রিয়া ঃ শয়নম্, গমনম্, দর্শনম্ ইত্যাদি।

২। বিশেষণ

যে পদ বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ বলে। বিশেষণ প্রধানত দুই প্রকার— নাম বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ।

নামবিশেষণ ঃ যে পদ বিশেষ্য পদের গুণ, অবস্থা প্রভৃতি প্রকাশ করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যেমন—

ক্লান্তঃ পথিকঃ। গভীরা রজনী। পক্বম্ ফলম্।

ক্রিয়াবিশেষণ ঃ যে পদ ক্রিয়াপদের অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন ও ক্লীবলিঙ্গ হয়। যেমন- কোকিলঃ মধুরম্ কূজতি। বালিকা ধীরম্ গচ্ছতি।

৩। সর্বনাম

যে পদ বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে। যেমন- রামঃ সুশীলঃ বালকঃ। রামঃ প্রতিদিনম্ বিদ্যালয়ম্ গচ্ছতি। রামস্য চরিত্রম্ নির্মলম্। -এই তিনটি বাক্যে বারবার রামঃ পদের ব্যবহারে শ্রুতিকটু দোষ হয়। এজন্য ‘রামঃ’ পদের পরিবর্তে যদি সঃ (সে) এবং রামস্য (রামের) পদের পরিবর্তে তস্য (তার) পদ ব্যবহার করা হয়, তাহলে বাক্যগুলো শ্রুতিমধুর হয়। সুতরাং শ্রুতিকটু দোষ পরিত্যাগের জন্য বিশেষ্যের পরিবর্তে অন্য পদ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এখানে ‘সঃ’, ‘তস্য’ প্রভৃতি পদ সর্বনাম। বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত পদকে বলা হয় সর্বনাম।

কয়েকটি সর্বনাম পদ ঃ তে (তারা), ত্বম্ (তুমি), যঃ (যে), কঃ (কে), কিম্ (কি), অয়ম্ (এই) ইত্যাদি।

৪। অব্যয়

অব্যয় শব্দের অর্থ ‘যার ব্যয় নেই’। ব্যয় শব্দের অর্থ পরিবর্তন। সুতরাং যে পদের কখনো কোন পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ যা সব সময় একই রূপে থাকে তাকে অব্যয় বলা হয়। যেমন অধুনা অহং গমিষ্যামি — আমি এখন যাব। তস্যাঃ মুখং পদ্মম্ ইব — তার মুখ পদ্মের মত। এখানে অধুনা এবং ইব অব্যয় পদ।

আরো কয়েকটি অব্যয় পদের উদাহরণ ঃ

কদা (কখন), কুত্র (কোথায়), অতীব (অত্যন্ত), চ (এবং), ততঃ (তারপর), তদা (তখন) ইত্যাদি।

৫। ক্রিয়া

যার দ্বারা কোন কাজ করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন সত্যং বদ—সত্য বল। ধর্মং চর—ধর্ম আচরণ কর। বালকঃ পঠতি— বালকটি পড়ে। বালিকা চন্দ্রম্ পশ্যতি— বালিকা চাঁদ দেখে।

অনুশীলনী

১। শব্দ কাকে বলে? উদাহারণ দিয়ে বুঝিয়ে দাওা।

২। পদ কাকে বলে? পদ কত প্রকার ও কি কি?

৩। বিশেষ্য কাকে বলে? পাঁচটি বিশেষ্য পদের উদাহরণ দাও।

৪। নামবিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণের পার্থক্য উদাহরণ সহ লেখ।

৫। সর্বনাম পদ কাকে বলে? কয়েকটি সর্বনাম পদের উদাহরণ দাও।

৬। অব্যয় কাকে বলে? দুটি অব্যয় পদের বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

৭। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-

(ক) বিভক্তিযুক্ত শব্দকে কি বলে?

(খ) মধুরতা কোন্ পদ?

(গ) ক্রিয়াবিশেষণে কোন লিঙ্গ হয়?

(ঘ) সর্বনাম পদ কোন্ পদের পরিবর্তে বসে?

(ঙ) অব্যয় শব্দের অর্থ কি?

৮। সঠিক উত্তরটি লেখ ঃ-

(ক) বিভক্তিযুক্ত শব্দকে বলে-

(i) কারক (ii) সন্ধি

(iii) পদ (iv) প্রত্যয়

(খ) ‘কদা’ একটি-

(i) বিশেষ্য পদ (ii) অব্যয় পদ

(iii) সর্বনাম পদ (iv) বিশেষণ পদ

(গ) শয়নম্ একটি-

(i) ক্রিয়াপদ (ii) বিশেষ্যপদ

(iii) অব্যয়পদ (iv) বিশেষণ পদ

(ঘ) ‘পক্বম্’ একটি-

(i) বিশেষণ পদ (ii) বিশেষ্য পদ

(iii) ক্রিয়াপদ (iv) সর্বনাম পদ

(ঙ) পশ্যতি একটি-

(i) বিশেষ্য পদ (ii) বিশেষণ পদ

(iii) সর্বনাম পদ (iv) ক্রিয়াপদ

চতুর্থ পাঠ

লিঙ্গ প্রকরণ

'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ চিহ্ন। যার দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রী বুঝায় কিংবা স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই নয় এরূপ বুঝায়, তাকে লিঙ্গ বলা হয়।

সংস্কৃতে লিঙ্গ তিন প্রকার (১) পুংলিঙ্গ (২) স্ত্রীলিঙ্গ ও (৩) ক্লীবলিঙ্গ।

বাংলা বা ইংরেজি ব্যাকরণে পুরুষবাচক শব্দগুলো পুংলিঙ্গ, স্ত্রীবাচক শব্দগুলো স্ত্রীলিঙ্গ এবং যেসব শব্দে স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই বুঝায় না, সেগুলো ক্লীবলিঙ্গ। সংস্কৃতে কিন্তু এভাবে লিঙ্গ নির্ধারণ করা যায় না। সংস্কৃত ব্যাকরণে স্ত্রীবাচক শব্দও পুংলিঙ্গ, পুরুষবাচক শব্দও ক্লীবলিঙ্গ এবং বস্তুবাচক শব্দও পুংলিঙ্গ হয়।

যেমন- 'দার' শব্দ স্ত্রীবাচক হলেও পুংলিঙ্গ, 'মিত্র' শব্দ পুরুষবাচক হলেও ক্লীবলিঙ্গ এবং 'বৃক্ষ' শব্দ বস্তুবাচক হলেও পুংলিঙ্গ।

সংস্কৃতে লিঙ্গ নির্ণয়ের জন্য অনেক নিয়ম আছে। এখানে সাধারণ দু একটি নিয়ম দেখান হল ঃ

পুংলিঙ্গ

১। দেব, অসুর, স্বর্গ, গিরি, সমুদ্র ইত্যাদি অর্থ প্রকাশক সকল শব্দ পুংলিঙ্গ। যেমন—

(ক) দেববাচক— দেবঃ, সুরঃ, অমরঃ ইত্যাদি।

(খ) অসুরবাচক— অসুরঃ, দৈত্যঃ, দানবঃ ইত্যাদি।

(গ) স্বর্গবাচক— স্বর্গঃ, ত্রিদিবঃ, সুরলোকঃ ইত্যাদি।

(ঘ) গিরিবাচক— গিরিঃ, পর্বতঃ, শৈলঃ ইত্যাদি।

(ঙ) সমুদ্রবাচক— সমুদ্রঃ, সাগরঃ, অর্ণবঃ ইত্যাদি।

২। দেবগণের নামও পুংলিঙ্গবাচক শব্দ। যেমন— ইন্দ্রঃ, বিষ্ণুঃ, শিবঃ, গণেশঃ, কার্ত্তিকেয়ঃ ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ

১। আ-কারান্ত, ঈ-কারান্ত ও ঊ-কারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন- লতা, নদী, বধূ ইত্যাদি।

২। ঋ-কারান্ত মাতৃ (মা), দুহিতৃ (কন্যা), স্বসৃ (ভগ্নী), ননান্দৃ (ননদ) প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন- মাতা, দুহিতা, স্বসা, ননান্দা।

ক্লীবলিঙ্গ

১। মুখ, নয়ন, বন, কুসুম, ধন ও অন্নবাচক শব্দগুলো ক্লীবলিঙ্গ। যেমন—

(ক) মুখবাচক— মুখম্, বদনম্, আননম্ ইত্যাদি।

(খ) নয়নবাচক— নয়নম্, নেত্রম্, লোচনম্ ইত্যাদি।

(গ) বনবাচক— বনম্, অরণ্যম্, বিপিনম্ ইত্যাদি।

(ঘ) কুসুমবাচক— কুসুমম্, পুষ্পম্ ইত্যাদি।

(ঙ) অন্নবাচক— অন্নম্, খাদ্যম্, ভোজ্যম্ ইত্যাদি।

(চ) ধনবাচক— ধনম্, বিত্তম্, দ্রবিণম্ ইত্যাদি।

লিঙ্গ পরিবর্তন

পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করতে হলে পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে প্রধানত আ ও ঈ যোগ করতে হয়। যেমন-

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অশ্বঃ	অশ্বা	মৃগঃ	মৃগী
প্রথমঃ	প্রথমা	ব্রাহ্মণঃ	ব্রাহ্মণী
কোকিলঃ	কোকিলা	নদঃ	নদী
কৃশঃ	কৃশা	সুন্দরঃ	সুন্দরী
দীনঃ	দীনা	কুমারঃ	কুমারী
মূষিকঃ	মূষিকা	পিতামহঃ	পিতামহী
সিংহঃ	সিংহী	মাতামহঃ	মাতামহী
ব্যাঘ্রঃ	ব্যাঘ্রী	তরুণঃ	তরুণী

অনুশীলনী

১। লিঙ্গ কাকে বলে? সংস্কৃতে লিঙ্গ কত প্রকার ও কি কি?

২। বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণের সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণের লিঙ্গের পার্থক্য কি?

৩। উদাহরণ সহ পুংলিঙ্গ নির্দেশক প্রথম নিয়মটি উলেখ কর।

৪। স্ত্রীলিঙ্গ নির্দেশক দুটি নিয়ম উদাহরণ সহ উলেখ কর।

৫। লিঙ্গ পরিবর্তন করঃ

কৃশা, অশ্বঃ, মৃগী, দীনঃ, পিতামহঃ।

৬। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-

(ক) 'দার' শব্দ কোন্ লিঙ্গ?

(খ) লিঙ্গ শব্দের অর্থ কি?

(গ) মুখবাচক শব্দ কোন্ লিঙ্গ?

(ঘ) গিরিবাচক শব্দ কোন্ লিঙ্গ?

(ঙ) আ-কারান্ত শব্দ কোন্ লিঙ্গ?

৭। শুদ্ধ উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ

(ক) সংস্কৃতে লিঙ্গ তিন/দুই/চার/পাঁচ প্রকার।

(খ) বনবাচক শব্দ পুংলিঙ্গ/স্ত্রীলিঙ্গ/ক্লীবলিঙ্গ/উভয়লিঙ্গ।

(গ) স্বর্গবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ/ক্লীবলিঙ্গ/পুংলিঙ্গ/ উভয়লিঙ্গ।

(ঘ) ঈ-কারান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ/উভয়লিঙ্গ/ক্লীবলিঙ্গ/স্ত্রীলিঙ্গ।

(ঙ) 'নদ' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ নদী/নদি/নদা/নদো।

পঞ্চম পাঠ

কারক

রামঃ পঠতি- রাম পড়ছে।

উপরের উদাহরণে ‘পঠতি’ একটি ক্রিয়াপদ। এই ক্রিয়াটি সম্পাদন করছে রামঃ। সুতরাং রামঃ পদের সঙ্গে ‘পঠতি’ ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ আছে।

এরূপভাবে-

ক্রিয়ার সাথে বাক্যের অন্যান্য পদের যে সম্বন্ধ থাকে, তাকে কারক বলা হয়।

কারক ছয় প্রকার- কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

১। কর্তা বা কর্তৃকারক

যিনি ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাকে কর্তৃকারক বলে। যেমন- সূর্যঃ উদেতি- সূর্য উদিত হচ্ছে। শ্যামলঃ পঠতি- শ্যামল পড়ছে।

২। কর্মকারক

যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে কর্মকারক বলে। সাধারণত ক্রিয়াপদকে ‘কি’ বা ‘কাকে’ দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাকে কর্মকারক বলে। যেমন-

অহং জলং পিবামি- আমি জল পান করি।

মাতা পুত্রং বদতি- মা ছেলেকে বলছেন।

৩। করণকারক

কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে করণকারক বলে। যেমন- অহং কর্ণেন শৃণোমি- আমি কান দ্বারা শুনি।

বয়ং নেত্রেণ পশ্যামঃ—আমরা চোখ দিয়ে দেখি।

৪। সম্প্রদান কারক

যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে কোন কিছু দান করা হয়, তাকে সম্প্রদান কারক বলে। যেমন-

তৃষার্তায় জলং দেহি— তৃষার্তকে জল দান কর। অন্নহীনায় অন্নং দেহি—অন্নহীনকে অন্ন দান কর।

৫। অপাদানকারক

একটি বস্তু থেকে অন্য একটি বস্তু পৃথক হওয়ার পর যে বস্তুটি স্থির থাকে, তাকে অপাদানকারক বলে। যেমন-

বৃক্ষাৎ পত্রং পততি- গাছ থেকে পাতা পড়ছে।

স নগরাৎ বহিঃ গচ্ছতি- সে নগর থেকে বাইরে যাচ্ছে।

৬। অধিকরণকারক

যে স্থানে, যে কালে বা বিষয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে অধিকরণ কারক বলে। যেমন-

মৎস্যঃ জলে নিবসতি- মাছ জলে বাস করে।

বসন্তে কোকিলঃ কূজতি- বসন্তে কোকিল ডাকে।

সঙ্গীতে নিপুণা মালবিকা- মালবিকা সঙ্গীতে নিপুণ।

অনুশীলনী

১। কারক কাকে বলে? কারক কত প্রকার ও কি কি?

২। কর্মকারক কাকে বলে? দুটি উদাহরণ দাও।

৩। উদাহরণসহ অধিকরণ কারকের সংজ্ঞা লেখ।

৪। অপাদান কারক কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৫। রেখাঙ্কিত পদসমূহের কারক নির্ণয় কর।

(ক) অহং জলং পিবামি।

(খ) বৃক্ষাৎ পত্রং পততি।

(গ) শ্যামলঃ পঠতি।

(ঘ) তৃষার্তায় জলং দেহি।

(ঙ) বসন্তে কোকিলঃ কূজতি।

৬। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-

(ক) যিনি ক্রিয়া সম্পাদন করেন তাকে কোন্ কারক বলে?

(খ) কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে কোন্ কারক বলে?

(গ) যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে কোন কিছু দান করা হয়, তাকে কোন্ কারক বলে?

(ঘ) যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে কোন্ কারক বলে?

(ঙ) যে স্থানে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে কোন্ কারক বলে?

৭। শুদ্ধ উত্তরটি লেখ ঃ

(ক) যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে বলে-

(i) কর্মকারক (ii) করণকারক

(iii) কর্তৃকারক (iv) অপাদান কারক

(খ) কারক-

(i) পাঁচ প্রকার (ii) ছয় প্রকার

(iii) সাত প্রকার (iv) তিন প্রকার

(গ) বৃক্ষাৎ পত্রং পততি—এই বাক্যে বৃক্ষাৎ

(i) কর্মকারকে ২য়া (ii) করণকারকে ৩য়া

(iii) সম্প্রদান কারকে ৪র্থী (iv) অপাদান কারকে ৫মী

(ঘ) সূর্যঃ উদেতি— এই বাক্যে সূর্যঃ

(i) কর্তৃকারক (ii) সম্প্রদান কারক

(iii) অধিকরণকারক (iv) অপাদান কারক

(ঙ) মাতা পুত্রং বদতি— এই বাক্যে 'পুত্রং'

(i) সম্প্রদান কারক (ii) কর্মকারক

(iii) করণ কারক (iv) অধিকরণ কারক

অভিধানিকা

অ

অধঃ- নিচে। অধ্যয়নম্ (ক্লীব)- পড়া। অভিতঃ- সম্মুখে। অশ্বঃ (পুং)- ঘোড়া।

আ

আগচ্ছ- আসুন। আলয়ঃ (পুং)- গৃহ। আশ্রমঃ (পুং)- তপোবন।

ই

ইদম্ (ক্লীব)- এই। ইয়ম্ (স্ত্রী)- এই।

ঈ

ঈশ্বরঃ (পুং)- ভগবান।

উ

উদ্যানে- মাঠে। উচ্চৈঃস্বরেণ- উচ্চকণ্ঠে।

ঊ

ঊর্ধ্বে- উপরে।

ঋ

ঋতবঃ (পুং)- ঋতুগুলি।

এ

এতৎ (ক্লীব)- এই। এতানি (ক্লীব)- এগুলো। একঃ (পুং)- এক।

ক

কবয়ঃ (পুং)- কবিগণ। কমলানি (ক্লীব)- পদ্মগুলো। কিরণম্ (ক্লীব)- আলো। কর্ষন্তি- কর্ষণ করে।

খ

খগঃ (পুং)- পাখি। খাদন্তি- খায়।

গ

গগনম্ (ক্লীব)- আকাশ। গুরূ (পুং)- দুজন গুরু। গচ্ছতি- যায়।

চ

চন্দ্রঃ (পুং)- চাঁদ। চঞ্চলা (স্ত্রী)- চপলা।

ছ

ছাত্রাণাম্- ছাত্রদের। ছিনত্তি- ছেদন করে।

জ

জীর্ণম্ (ক্লীব)- ছেঁড়া। জন্মভূমিঃ (স্ত্রী)- মাতৃভূমি।

ত

তিষ্ঠতি- অবস্থান করে। তেষাম্- তাদের। তৈলম্ (ক্লীব)- তৈল।

দ

দেব্যৌ (স্ত্রী)- দুজন দেবী। দ্বৌ (পুং)- দুই।

ধ

ধেনবঃ (স্ত্রী)- গাভীগুলো। ধাবতি- দৌড়ায়।

ন

নদ্যঃ (স্ত্রী)- নদীগুলো। নয়নানি (ক্লীব)- চোখগুলো।

প

পত্রাণি (ক্লীব)- পাতাগুলো। প্রত্যহম্ (ক্লীব)- প্রতিদিন।

ফ

ফলম্ (ক্লীব)- একটি ফল। ফলানি (ক্লীব)- ফলগুলো।

ব

বয়ম্- আমরা। বায়ুঃ (পুং)- বাতাস।

ভ

ভবতি- হয়। ভূষণম্ (ক্লীব)- অলংকার।

ম

মৎস্যাঃ (পুং)- মাছগুলো। মনোহরঃ (পুং)- সুন্দর। মত্বা- মনে করে।

য

যস্মিন্- যাতে। যুষ্মাকম্- তোমাদের।

র

রূপাণি (ক্লীব)- রুপসমূহ। রক্ষ- রক্ষা কর।

ল

লতে (স্ত্রী)- দুটি লতা। লতাঃ (স্ত্রী)- লতাগুলো।

শ

শিবায়- শিবকে। শাস্ত্রম্ (ক্লীব)- শাস্ত্র। শনৈঃ- ধীরে।

স

সম্পৎ (স্ত্রী)- ধন। স্বর্গাৎ- স্বর্গ থেকে।

হ

হংসৌ (পুং)- দুটি হাঁস। হস্তস্য- হস্তের।

ক্ষ

ক্ষুধার্তায়- ক্ষুধার্তকে। ক্ষেত্রাণি (ক্লীব)- ক্ষেত্রসমূহ।

দ্রষ্টব্য ঃ পুং- পুংলিঙ্গ। স্ত্রী- স্ত্রীলিঙ্গ। ক্লীব- ক্লীবলিঙ্গ।

সমাপ্ত

স্বাধীনতার
সুবর্ণ জয়ন্তী



উন্নয়নে মৎস্যশিল্প : মাছে-ভাতে বাঙালি

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে, সারা বিশ্বে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ হলেও বাংলাদেশে তা ৯ শতাংশ। ২০২০ সালে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয় আর বাংলাদেশের গর্ব ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ শীর্ষে (২০২০ সাল)। গত ১১ বছরে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৮৪ শতাংশ। তাই মৎস্য সম্পদ এখন বাংলাদেশের জন্য গর্ব।



ক্ষমা মহৎ গুণ



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য